এজহারোল-হক

বা

কদমবুছির ফতোয়ার সমালোচনা

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা,হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ, ফকিহ্, শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস" হইতে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(তৃতীয় মূদ্রণ সন-১৪২১)

মূল্য- ৩০ টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام

على رسوله سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين

এজহারোল-হক
বা
কদমবুছির ফতোয়ার সমালোচনা

বর্ত্তমানে 'কদমবুছির-ফতোয়া' নামে একখানা পুস্তক বঙ্গ ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে-যাহা শাহজাহান পুরের মাওলানা রিয়াছত আলি খাঁ সাহেবের ফতোয়ার অনুবাদ বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। মৌলবী ওলি আহমদ খাঁ সাহেব উহার অনুবাদক এবং মৌলবী জামালউদ্দিন আহমদ সাহেব উহার সংশোধন করিয়াছেন। উক্ত ফৎওয়াতে কতকগুলি জাল হাদিছ হজরতের ছহিহ হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অমূলক প্রশ্ন করিয়া উহার উত্তর দিতে সাধ্যসাধনা করা হইয়াছে, ফেক্‌হের এবারত কতকাংশ লিখিয়া উ হার কতকাংশ গোপন করা হইয়াছে, ফেক্‌হের কতক বাতীল রেওয়াএত উহাতে লিখিত হইয়াছে, ফেক্‌হের এবারতের সহিত মিথ্যা কথা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোন কোন স্থলে একটী এবারতের জালমর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে, যথাস্থলে ইহার বিস্তারিত আলোচনা আসিতেছে। উক্ত ফৎওয়ার সংক্ষিপ্ত সার উদ্ধৃত করিয়া উহার সমালোচনা করিতেছি, সমালোচনা শেষ করিয়া দেওবন্দ, রামপুর, ছাহারানপুর, দিল্লি,

কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইত্যাদি হিন্দুস্তান ও বাঙ্গালার মুফতি ও মোদার্রেছগণের স্বাক্ষরিত ফৎওয়া সমূহের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া উল্লেখিত ফৎওয়ার অসারতা প্রকাশ করিব। লেখক সাহেব উক্ত পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"যায়েদ বলিতেছে যে কোন আলেম বা বোজর্গ লোকের কদমবুছি করা শেরেকী এবং কাফেরী, এমন কি বলিতেছেন, যে কদমবুছি করিবে তাহার পিছনে নামাজ পড়া যায় না এবং তাহার জানাজা নামাজ দোরস্ত নয় এবং এই দলীল উপস্থিত করে যে, কদমবুছি করিতে ঝুকিতে হয়, ইহাতে ছেজ্‌দার স্বরূপ আছে।"

আমাদের উত্তর ঃ—

প্রশ্নকারী যে যায়েদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইনি কোন দেশের লোক, প্রশ্নকারী তাহা উল্লেখ করিবেন কি? আমরা এইরূপ কাফেরী ফৎওয়াদাতা যায়েদ নামক লোকটীকে জানি না, ইহা লেখকের কল্পিত যায়েদ হইতে পারে। লেখক যদি কদমবুছির শেরেক ও কাফেরি হওয়ার কল্পিত প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া পীরত্বের বাতীল দাবিকারীর পক্ষে বেগানা স্ত্রীলোকদের দ্বারা হাত পা টিপিয়া লইয়া, বাতাস লওয়া, তৈল মর্দ্দন করিয়া লওয়া এবং স্বামীর খেদমত ত্যাগ করাইয়া নিজের খেদমত লওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া মুফতি সাহেবের নিকট হইতে ফৎওয়া লওয়া দেশে দেশে প্রচার করিতেন, তবে কাজের মত কাজ করিতেন। কদমবুছি শেরেক ও কাফেরী হওয়ার কল্পিত প্রশ্ন করিয়া মুফ্‌তি সাহেবের সময় বৃথা নষ্ট ও কালি কলম অনর্থক ব্যয় করিয়াছেন, ইহার জন্য আমাদের আক্ষেপ হইতেছে।

বাতীল ফকিরের দল জেকর করা কালে নর্ত্তন কুর্দ্দন করিয়া চপেটাঘাতে পথিকের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে, এবং কু, কা, হু, হা বলিতে বলিতে গৃহের আড়ার উপর উঠিয়া থাকে, স্ত্রীলোকেরা উচ্চ শব্দে জেকর করিতে করিতে উলঙ্গিনী হইয়া থাকে প্রশ্নকারী যদি মুফ্‌তি সাহেবের নিকট

হইতে এই বিষয়ের ফৎওয়াটি লইয়া ছাপাইয়া দিতেন, তবে বুঝিতাম যে, সত্যই তিনি ইসলামের কিছু খেদমত করিয়াছেন।

বাতীল জেকরকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা একই মজলিশে বসিয়া বাতীল পীরের নিকট ফয়েজ লইতে আরম্ভ করে, পীরজী 'হো' শব্দ করিয়া উঠিলে, স্ত্রীলোকেরা ও পুরুষেরা নাচানাচি, হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি, ঢাশাঢাশি, ঠাশাঠাশি করিতে থাকে, এমন কি একটি স্ত্রীলোকে একটি পুরুষের অণ্ডাকোষ ধরিয়া টিপিয়া তাহার জিহ্বা বাহির করিয়া দেয় বা পুরুষেরা স্ত্রী লোকদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ মর্দ্দন করিতে সুযোগ করিয়া লয়।

যদি প্রশ্নকারী ভ্রাতা শাহাজাহান পুরের মুফ্তি সাহেবের নিকট হইতে এই বিষয়ের ফৎওয়াটি জিজ্ঞাসা করিয়া দেশে প্রকাশ করিয়া দিতেন, তবে বুঝিতাম যে, তিনি একজন এসলামের হিতৈষী ও হজরতের খাঁটি উম্মত।

যে ভণ্ড পীর নক্শবন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার দুই একটি ছবক শিক্ষা করিয়া নিজেকে পীর বলিয়া দাবী করে বা তাহার মুরিদেরা উক্ত অনুপযুক্ত পীরকে দুনইয়ার শ্রেষ্ঠতম পীর বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না এবং উক্ত তরিকার শিক্ষার্থী হওয়ার দাবী করিয়া উচ্চ শব্দে জেকর করা জায়েজ বলেন, প্রশ্নকারী মুফতি সাহেবের নিকট হইতে এইরূপ কার্য্যের ফৎওয়াটী প্রচার করিতে লজ্জা বোধ করিলেন কেন ?

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, কদমবুছি দুই প্রকার— যে কদমবুছিতে মস্তক নত করিতে হয় না, উহা জায়েজ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। আর যে কদমবুছি রুকু বা ছেজদা পরিমাণ ঝুকিয়া করিতে হয়, উহা নিষিদ্ধ।

উক্ত পুস্তকের ৪—৬ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত সার,—

"হজরত নবি করিম (দঃ) এর ছহিহ হাদিছ হইতে এবং প্রধান প্রধান ইমামগণের রেওয়াএত হইতে কদমবুছি জায়েজ থাকা প্রমাণিত

হইয়াছে। যথা তেরমেজি শরিফের (হাদিছে) .... আসিয়াছে,—.... অতঃপর তাহারা (য়িহুদীরা) রছুলুল্লাহ (দঃ) এর পদদ্বয় চুম্বন করিয়াছিল।”

আমাদের উত্তর,—

হাঁ, তেরমেজি শরিফের ২য় খণ্ডে (৯৮ পৃষ্ঠায়) উক্ত হাদিছটি উল্লিখিত হইয়াছে। এমাম তেরমেজি উক্ত হাদিছ সহিহ্ বলিলেও তদপেক্ষা যোগ্যতা মোহাদ্দেছ এমাম নাছায়ি এবং এমাম মোঞ্জারি কি বলিয়াছেন, তাহা মুফ্তি সাহেব দেখিয়াছেন কি ?

হেদায়ার টীকা, আয়নি, ৪র্থ খণ্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা,—

قال النسائی حديث منكر و قال المنذری و كان

نكاره من جهة عبد الله بن سلمة فان فيه مقالا ☆

“(এমাম) নাছায়ী বলিয়াছেন, উক্ত হাদিছটী মোনকার (জইফ)। (এমাম) মোঞ্জরী বলিয়াছেন, (উক্ত হাদিছের রাবি) আবদুল্লাহ বেনে ছালেমার জন্য হাদিসটী মোনকার (জইফ) হইয়াছে, কেননা সে ব্যক্তি দোষান্বিত।

নাছবোর-রাইয়াহ্, ১/৩২/৩৩ পৃষ্ঠা,—

(এমাম) তেরমেজি, কছির বেনে আবদুল্লাহ হইতে ঈদের বার তকবীর সংক্রান্ত একটী হাদিস রেওয়াএত করিয়া উহা ‘আছাহ্’ (সমধিক সহিহ) বা হাছান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম আহমদ, এবনো-মইন, নাছায়ি দারকুৎনি, আবু-জোরয়া ও শাফেয়ী উক্ত কছির বেনে আবদুল্লাহকে পরিত্যক্ত, জাল হাদিছ প্রস্তুতকারী ইত্যাদি বলিয়া হাদিসটী রদ করিয়াছেন।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা,—

قال ابن داحية كم حسن الترمذی فی كتابه من

احاديث موضوعة و اسانيد واهية ☆

সার মর্ম্ম,—

"(এমাম) এবনো-দাহইয়া বলিয়াছেন, তেরমেজির নিজ কেতাবে অনেক হাদিছ হাছান (মধ্যম শ্রেণীর বা উৎকৃষ্ট) বলিয়া কথিত হইয়াছে, অথচ তৎসমস্ত জাল হাদিছ এবং তৎসমস্তের ছনদ বাতীল।"

মূল কথা, য়িহুদীদের কদমবুছি সংক্রান্ত হাদিছটি যখন এমাম নাছায়ী ও মোঞ্জরীর মতে জইফ, তখন কেবল এমাম তেরমেজির মতে উহা সহিহ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না এবং উক্ত জইফ হাদিছটি প্রমাণরূপে পেশ করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয় য়িহুদীদিগের শরিয়ত পৃথক, তাহাদের শরিয়তে উহা জায়েজ থাকিতে পারে । যদি তাহারা নিজেদের শরিয়ত অনুযায়ী উহা করিয়া থাকে এবং এজন্য হজরত (ছাঃ) তাহাদিগকে নিষেধ না করিয়া থাকেন, তবে, ইহা মুসলমানদিগের পক্ষে কদমবুছি জায়েজ হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাইতে পারে না।

তৃতীয়, এই কদম-বুছি (পদচুম্বন) তিন প্রকার হইতে পারে— প্রথম এই যে, হজরত নবি (ছাঃ) উচ্চস্থানে ছিলেন এবং চুম্বনকারী য়িহুদীরা নিম্নস্থলে থাকিয়া মস্তক অবনত না করিয়া কদমবুছি করিয়াছিল। দ্বিতীয় এই যে, কা'বা ঘরের হাজারে -আওছয়াদ (কাল পাথর) চুম্বনের ন্যায় হস্ত দ্বারা পদ স্পর্শ করিয়া উক্ত হস্ত চুম্বন করিয়াছিল। তৃতীয়,—রুকু ছেজদার ন্যায় মস্তক ঝুকাইয়া পদ চুম্বন করিয়াছিল। য়িহুদীরা উপরোক্ত তিন প্রকারের মধ্যে কোন প্রকার পদ-চুম্বন করিয়াছিল, তাহা উক্ত হাদিছে স্পষ্টভাবে উল্লেক করা হয় নাই, কাজেই اذا جاء الا حتمال بطل الا ستد لال এই সর্ব্ববাদী-সম্মত মতে উক্ত অনির্দ্দিষ্ট মর্ম্মের হাদিছটি মস্তক ঝুকাইয়া কদমবুছি করার দলীল হইতে পারে না। চতুর্থ মেশকাত, ৪০১ পৃষ্ঠা,—

قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحنى له قال لا قال افيلتزمه و يقبله قال لا قال افياخذ بيده و يصافحه قال نعم رواه الترمذى ☆

এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রছুলাল্লাহ, একজন লোক তাহার ভাই কিম্বা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করে, এই ব্যক্তি কি তাহার জন্য মস্তক ও পৃষ্ঠ নত করিবে? হজরত বলিলেন, না। সে ব্যক্তি বলিল, তবে কি সে ব্যক্তি তাহার মোয়া'নাকা করিবে বা তাহাকে চুম্বন করিবে? হজরত বলিলেন, না। সে ব্যক্তি বিলল, তবে কি সে ব্যক্তি তাহার হস্ত ধরিয়া মোছাফাহ করিবে? হজরত বলিলেন, হাঁ—তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

এই হাদিছে কদমবুছি করা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায়। হজরতের কথা (হাদিছ কওলি) ও কার্য্য (হাদিছ ফেলি) এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধ হইলে, হজরতের কথাই অগ্রগণ্য হইয়া থাকে।

এস্থলে কদমবুছি না-করার বলবৎ হইবে।

উক্ত পুস্তক, ৬ পৃষ্ঠা,—

"হজরত রছুলে করিম আরও ফরমাইয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি আপন মায়ের পায়ে চুমা দিল, সে যেন বেহেস্তের চৌকাঠে চুমা দিল"—দোর্রোল মোখতার, পঞ্চম খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা।

আমাদের উত্তর,—

মিছরি ছাপা দোর্রোল-মোখতারের পঞ্চম খণ্ড নাই, অবশ্য মিছরি ছাপা শামি কেতাবের পাঁচ খণ্ড আছে। উক্ত শামি কেতাবের হাসিয়াতে দোর্রোল মোখতার মুদ্রিত হইয়াছে। এস্তাম্বুলের মুদ্রিত শামি কেতাবের হাশিয়ায় দোর্রোল-মোখতারের ৫ ম খণ্ডে ৩৬১ পৃষ্ঠার এবং মিসরি ছাপার ৫/২৫৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটি বিনা ছনদে উল্লিখিত হইয়াছে।

দোর্রোল-মোখতার ইত্যাদি ফেক্‌হের কেতাবে কোন কথা হাদিস বলিয়া লিখিত থাকিলেও উহা যে প্রকৃতপক্ষে হজরতের হাদিস হইবে ইহা বলা যায় না।

দোর্রোল-মোখতার ১/৩৫ পৃষ্ঠায় এই কথাটি لسان اهل الجنة العربية و الفارسية الدرية "বেহেস্তবাসিদিগের ভাষা আরবি এবং 'দরি' ফার্সি হইবে।" হাদিছ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু মোহাদ্দেছ প্রবর আল্লামা মোল্লা আলিকারী 'মওজুয়াত-কবির, কেতাবের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, উহা হাদিস নহে, বরং জাল কথা। এজন্য কেবল ফেক্‌হের কেতাবে কোন কথা হাদিস বলিয়া লেখা থাকিলে, দেখিতে হইবে যে, উহা কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিসের কেতাবে আছে কিনা? উহার সহিহ্ ছনদ আছে কিনা? যতক্ষণ ইহা না জানা যায়, ততক্ষণ উহা হাদিস বলিয়া দাবি করা যায় না।

এক্ষণে মুফতি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে, উল্লিখিত হাদিসটি কোন হাদিসের কেতাবে আছে ? উহার ছনদ কি ? তিনি যতক্ষণ উহা প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ উহা হাদিস বলিয়া গন্য হইবে না।

উক্ত পুস্তক, ৬ পৃষ্ঠা,—

দোর্রোল মোখতারে আছে,—

যদি কেহ আলেম বা পরহেজগার ব্যক্তির পদ চুম্বন করিতে চায়, তবে পা এস্থলে চুমা দিতে দিবেন।"

আমাদের উত্তর, মুফতি সাহেব এস্থলে দোর্রোল-মোখতারের কতক এবারত লিখিয়া অবশিষ্ট এবারত বাদ দিয়াছেন এবং অনুবাদক সাহেব লিখিত অংশ টুকুর ঠিক অনুবাদ করেন নাই। ইহা কি দিয়ানতদারী ও সত্যপরায়ণতার লক্ষণ ?

দোর্রোল-মোখতারের পূর্ণ এবারত,—

طَلَبَ مِنْ عَامٍ اَوْزَاهِدٍ اَنْ يَّدْفَعَ اِلَيْهِ قَدَمَهُ وَ يُمَكِّنَهُ' مِنْ قَدَمِهِ لِيُقَبِّلَهُ اَجَابَهُ' وَ قِيْلَ لَا يُرَخِّصُ كَمَا فِى الْقِنْيَةِ مُقَدِّمًا لِلْقِيْلِ ☆

অনুবাদ,—কেহ একজন আলেম কিম্বা দরবেশের নিকট অনুরোধ করিল যে, তিনি যে তাহার দিকে পা লম্বা করিয়া দেন এবং তাহাকে পদচুম্বন করিতে সক্ষম করিয়া দেন, তবে তিনি তাহাকে উক্ত কার্য্য করিতে অনুমতি দিবেন। কতক বিদ্বান বলিয়াছেন যে, তিনি এই কার্য্য করিতে অনুমিত দিবেন না। এইরূপ কিনাইয়া কেতাবে আছে, কিন্তু উহাতে অনুমতি না দেওয়ার কথাটি প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আলমগিরি, ৫/৪০৪ পৃষ্ঠা,—

طلب من عالم او زاهد ان يدفع اليه قدمه ليقبله لا يرخص فيه ولا يجيبه الى ذلك عند البعض و ذكر بعضهم يجيبه الى ذلك ☆

"কোন ব্যক্তি একজন আলেম কিম্বা দরবেশের নিকট অনুরোধ করিল যে, তিনি যেন তাহার দিকে পা লম্বা করিয়া দেন এই হেতু যে, সে উহা চুম্বন করিতে পারে। এক্ষেত্রে কতক সংখ্যক বিদ্বানের মতে তাঁহাকে পা লম্বা করিতে অনুমতি দেওয়া যাইবে না এবং তিনি উক্ত ব্যক্তিকে চুম্বন করিতে দিবেন না। আর কতক বিদ্বান উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাকে উহা করিতে অনুমতি দিবেন।"

আশে'য়াতোল-লামায়াত, ৪/২৩ পৃষ্ঠা,—

اگر یکی از عالم یا زاهد التماس پای بوسی او کند باید که اجابت نکند و نکزارد که ببوسد و در قنیه کفته لاباس به است ☆

"যদি কেহ কোন আলেম কিম্বা দরবেশের নিকট তাহার পদচুম্বন করার আকাঙ্খা জানায়, তবে তিনি যেন অনুমিত না দেন এবং চুম্বন করিতে সুযোগ না দেন। আর কিনাইয়া কেতাবে আছে যে অনুমতি দেওয়াতে কোন দোষ নাই।"

জামেয়োর-রমুজ, ৫৩৫ পৃষ্ঠা,—

لوطلب من عالم او زاهد ان يدفع اليه قدمه ليقبله لم يجبه و قيل اجابه كما فى القنيه ☆

যদি কেহ কোন আলেম কিম্বা দরবেশের নিকট অনুরোধ করে যে, তিনি তাঁহার পা তাহার দিকে লম্বা করিয়া দেন, এই হেতু যে, সে উহা চুম্বন করিতে পারে, তবে তিনি অনুমিত দিতে পারেন না। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি অনুমতি দিতে পারেন, ইহা কিনাইয়া কেতাবে আছে।

মাজাহেরে হক ৪/৬৩ পৃষ্ঠা,—

فقهاء اسکو منع کرتے هين

"ফকিহগণ কদমবুছি করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন।" উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বড়দল ফকিহ্ কদমবুছি করা না জায়েজ বলিয়াছেন, আর কিনইয়া কেতাবে উহা জায়েজ বলা হইয়াছে।

মুফতি সাহেব কেবল কদমবুছি জায়েজ হওয়ার মতটি লিখিয়াছেন, আর নাজায়েজ হওয়ার মতটি গোপন করিয়াছেন, ইহাতে তিনি কতদূর সঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিল না।

আশবাহ অন্নাজায়ের, ১৩২ পৃষ্ঠা,—

اذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام

"যদি হালাল ও হারাম এই দুই মত একত্রিত হয় তবে হারামের মত প্রবল হইবে।"

এক্ষণে মুফতি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে, যখন কদমবুছি জায়েজ ও নাজায়েজ হওয়া লইয়া মতভেদ হইয়াছে, তখন উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে নাজায়েজ হওয়ার মত কেন প্রবল হইবে না? দ্বিতীয় বিদ্বানগণের মতভেদ হওয়ার জন্য কদমবুছি না করা যে এহতিয়াত হইবে, ইহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। মুফতি সাহেব যদি কদমবুছি না করা এহতিয়াত বলিয়া লিখিতেন, তবু বুঝিতাম যে, তিনি ঠিক কথা বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় দোর্রোল মোখতার কেতাবের যে এবারতটি মুফতি সাহেব উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে মস্তক অবনত করিয়া কদমবুছি করার কথা নাই। যদি পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কদমবুছি করার কথা হইত তবে না লম্বা করিয়া দিয়া কদমবুছি করার সুযোগ করিয়া দেওয়ার কথা থাকিত না। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যে কতক বিদ্বান কদমবুছি করা জায়েজ বলিয়াছেন, তাঁহারা মস্তক অবনত না করিয়া কদমবুছি করা জায়েজ বলিয়াছেন।

উক্ত পুস্তক, ৭/৮ পৃষ্ঠা,—

"আল্লামা শামি কদমবুছি জায়েজ হওয়া সমর্থন করিতে গিয়া নিম্নোক্ত হাদিসটি হাকেমের ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন। একদা এক ব্যক্তি নবি করিম (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিয়াছিল, হে রাছুলুল্লাহ, আমাকে এমন কিছু দেখান যাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় .... (হজরত তাহাই করিলেন)। অবশেষে সে ব্যক্তি নবি করিম (দঃ) এর অনুমতি লইয়া তাঁহার মস্তকে এবং পায়ে চুম্বন করিল।"

আমাদের উত্তর,—

হেদায়ার টীকা আয়নি, ৪/২৫৫ পৃষ্ঠা,—

و تعقبه الذهبي فقال عاصم بن حبان متروك

"এমাম জাহাবী বলিয়াছেন, এই হাদিছের একজন রাবি আছেম বেনে হাব্বান পরিত্যাক্ত (জাল হাদিস প্রস্তুতকারী)।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, হাকেমের হাদিসটি বাতীল। মুফতি সাহেবের এইরূপ বাতীল হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা ঠিক হয় নাই এবং উহা কদমবুছি জায়েজ হওয়ার প্রমাণ হইতে পারে না।

উক্ত পুস্তক, ৮ পৃষ্ঠা,—

আল্লামা আইনি লিখিয়াছেন, শুভপ্রাপ্তির মানসে পবিত্র স্থান সমূহ চুম্বন এবং সেই রকম নেক লোকের হস্তপদ চুম্বন খুব ভাল।

আমাদের উত্তর,—ছহিহ্ বোখারীর টীকা আয়নির ৪/৬০ পৃষ্ঠায় উক্ত এবারত লিখিত আছে, কিন্তু ইহা আল্লামা আইনির কথা নহে, বরং শেখ জয়নদ্দিনের মত। ইনি কোন্ মজহাবের লোক ছিলেন, অগ্রে তাহাই স্থির করুন, পরে তাহার ফৎওয়া মান্য করার উপযুক্ত কিনা, বিবেচনা করা যাইবে।

এই শেখ জয়নদ্দিন ছাহেব পাকস্থান সমুহ চুম্বন করার ফৎওয়া দিয়াছেন। হজরত নবি (ছাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণ মাকামে ইবরাহিম, জমজম কূপ, সাফা মারওয়া, মিনা, আরাফাত ইত্যাদি কোন স্থানে চুম্বন করেন নাই, হাজারে-আছওয়াদ ব্যতীত কোন প্রস্তর চুম্বন করেন নাই। যদি পাক স্থান সমুহ চুম্বন করা জায়েজ হইত, তবে তাঁহারা করিলেন না কেন?

আল্লামা আয়নি নিজে উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

وفيه كراهة تقبيل مالم يرد الشرع بتقبيله من الاحجار وغيرها ☆

উহাতে প্রমাণিত হয় যে, যে প্রস্তর বা দ্রব্যগুলি চুম্বন করিতে শরিয়তের আদেশ হন নাই, তৎসমূদয় চুম্বন করা নিষিদ্ধ। ইহাতে শেখ জয়নদ্দিনের .... মত রদ হইয়া গেল। দ্বিতীয় তিনি কদমবুছি করার ফৎওয়া দিলেও মস্তক অবনত করিয়া কদমবুছি করার কথা কোথায় বলিয়াছেন ?

উক্ত পুস্তক, ৮ পৃষ্ঠা,—

জয়লয়ী ও কাফি কেতাবে বলিয়াছেন, — আরবগণ নবি করিম (দঃ) এর হস্তপদ চুম্বন করিত।

আমাদের উত্তর,—

জয়লয়ী ও কাফি কেতাবে লিখিয়াছেন" এই এবারতের মর্ম্ম অনুবাদক ও সংশোধক ব্যতীত আর কে বলিতে পারিবে ?

আল্লামা জয়লয়ি তবইনোল-হাকায়েক' কেতাবের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কাফি কেতাবে আছে যে, প্রান্তরবাসীগণ নবি (ছাঃ) এর হস্তপদ চুম্বন করিতেন।

অনুবাদক الاعراب শব্দের অর্থ 'প্রান্তরবাসীগণ' না লিখিয়া 'আরবগণ' লিখিয়া মহা পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

কাফি ফেকহের কেতাব, উহা কোন হাদিসের কেতাব নহে, উহাতে কোন কথা হাদিস বলিয়া লিখিত থাকিলেই যে হাদিস হইবে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। মওজুয়াতে কবিরের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, কাফি প্রণেতা বলিয়াছেন যে, হাদিসে আছে, বেহেশতবাসীদিগের ভাষা আরবি ও ফার্সী হইবে, কিন্তু ইহা হাদিস নহে, বরং জাল কথা।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, কাফি কেতাবে লিখিত কথাটি কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিসের কেতাবে আছে ? উহার সনদ কি? মুফতি সাহেব অগ্রে উহার ছনদ বর্ণনা করুন, পরে উহা প্রমাণস্থলে ব্যবহার করিবেন।

কোরআন শরিফ সুরা তওবা,—

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا

"প্রান্তরবাসীগণ (বদ্দু সকল) কঠিন কাফের ও মোনাফেক। কোর-আন সুরা ফাতাহ,—

يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ

উক্ত বদ্দুরা যাহা তাহাদের অন্তরে নাই, তাহাই নিজ রসনা দ্বারা প্রকাশ করিত।

কাফের ও মোনাফেকগণ ইসলামের বিধান মানিবে কেন? তাহাদের কার্য্য শরিয়তের দলীল হইবে কিরূপে?

উক্ত প্রকার বদ্দু দল হজরতের কদমবুছি করিয়াছিল, বড় বড় সাহাবা এইরূপ কদমবুছি করিয়াছিলেন কি? যদি কদমবুছি করা উৎকৃষ্ট বিধান হইত, তবে হজরত খোলাফায়ে-রাশেদীন উহা ত্যাগ করিতেন না। তৃতীয় উক্ত কাফি কেতাবের রেওয়ায়েত সহিহ বলিয়া স্বীকার করিলেও বদ্দুরা কি ভাবে কদমবুছি করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না, তাহারা মস্তক অবনত করিয়া কদমবুছি করিয়াছিল, মুফতি সাহেব যতক্ষণ ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ উহা পেশ করা বৃথা।

উক্ত পুস্তক ৯ পৃষ্ঠা,—মকামাতে সাইদিয়াতে আছে,—

"হজরত খাজা (কোতবদ্দিন) তাঁহার পীর মোরশেদের (হজরত মইনদ্দিন চিশতির) কদমবুছি করিয়া বাবা ফরিদকেও কদমবুছি করিতে বলিলেন, তিনি তাঁহার নিজ পীরের পায়ের উপর পড়িলেন।"

আমাদের উত্তর,—মকামাতে সাইদিয়ার রেওয়াএত সত্য কিনা, তাহা কিরূপে জানা যাইবে ? হজরত নবি (ছাঃ) মস্তক ঝুকাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রে একজন পীর সাহেব ইহার বিপরীত করিলে, তাঁহার কার্য্য আমাদের দলীল হইবে ? অথবা হজরতের হুকুম মান্য করিতে হইবে ?

মকতুবাতে- এমাম-রাব্বানী, ১।৩৩৫ পৃষ্ঠা,—

عمل صوفیه در حل و حرمت سند نیست اینجا

قول امام ابی حنیفه رح و امام ابی یوسف رح و امام محمد

رح معتبرا ست نه عمل ابو بکر شبلی و ابی حسن نوری☆

"সুফিদিগের কার্য্য হালাল ও হারাম দলীল হইতে পারে না, এস্থলে এমাম আবু হানিফা এমাম আবু ইউছুফ ও এমাম মোহাম্মাদ (রহঃ) এর ফৎওয়া গ্রহণযোগ্য হইবে, আবুবকর শিবলী ও আবু-হাছান নুরির কার্য্য গ্রহণীয় হইবে না।"

আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস এই যে, উপরোক্ত পীরগণ মস্তক অবনত করিয়া কদমবুছি করেন নাই। পীরের পায়ের উপর পড়িয়া যাওয়ার অর্থ কদমবুছি হইতে পারে না, কেননা উপুড় হইয়া না পড়িয়া চিৎ হইয়া পড়ার সম্ভাবনা আছে। ইহাতে কিরূপে কদমবুছি হইবে ? একটী লোক অন্যের পায়ের উপর পড়িয়া গেলে দ্বিতীয় লোকের পা আহত (জখমী) হইতে পারে ইহা পীরের অসন্তোষের কারণ ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? পীরেরা কি মা'ছুম (বেগানাহ) ছিলেন যে, তাহাদের প্রত্যেক কার্য্য জায়েজ হইবে? উক্ত কেতাব ৯ পৃষ্ঠা,—

"ফতোয়া হাবি কেতাবে আসিয়াছে, একব্যক্তি নবি করিম (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিয়াছিল, হে রাছুলুল্লাহ, (দঃ) আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি

যে, বেহেশ্‌তের চৌকাঠে এবং হুরগণের চুম্বন করিব তখন হজরত তাহাকে তাহার মায়ের পায়ে এবং বাপের কপালে চুম্বন করিতে আদেশ করিলেন।"

আমাদের উত্তর,—

ইহা ফেকহের কেতাবের হাদিস, ইহা কোন বিশ্বাযোগ্য হাদিসের কেতাবে আছে এবং ইহার সনদ কি, মুফতি সাহেব যতক্ষণ— প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ ইহা হাদিস বলিয়া প্রকাশ করা জায়েজ হইতে পারে না।

মোল্লা আলি কারী "মওজুয়াতে কবির কেতাবের ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

حديث من قضى صلوة من الفرائض فى اخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلوة فائتة فى عمره الى سبعين سنة باطل قطعا لانه مناقض للاجماع على ان شيا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سلوات ثم لا عبرة بفعل النهاية ولا بقية شراح الحداية فانهم ليسوا من المحدثين ولا اسندوا الحديث الى احد من المخرجين ☆

"যে ব্যক্তি রমজানের শেষ জুমায় একটি ফরজ নামাজ কাজা পড়িবে, তাহার জীবনের ৭০ বৎসরের প্রত্যেক নামাজের কাজা আদায় হইয়া যাইবে, এই হাদিসটি নিশ্চয় বাতীল, কেননা কোন এবাদত বহু বৎসরের কাজার বিনিময়ে হইতে পারে না, ইহার উপর এজমা হইয়াছে। নেহায়া কিম্বা হেদায়ার অবশিষ্ট টীকাগুলিতে কাজায়-ওমরির কথা উল্লিখিত

থাকিলেও উহা অগ্রাহ্য, যেহেতু তাঁহারা মোহাদ্দেস ছিলেন না এবং তাঁহারা কোন মোহাদ্দেস পর্য্যন্ত হাদিসের সনদ উল্লেখ করেন নাই।"

জনাব মুফতি সাহেব যখন নেহায়া, কেফায়া, এনায়া কেতাবের বিনা ছনদের হাদিস বাতীল হইল, তখন হাবি কেতাবের বিনা ছনদের হাদিস কেন অগ্রাহ্য হইবে না?

এমাম জালালউদ্দিন সিউতি, 'লায়লিয়ে-মছনুয়া' কেতাবের ৪৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এবনো-আদি ও বয়হকি ওই হাদিসটি উল্লেক করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাতার ললাট চুম্বন করে, উহা তাহার পক্ষে দোজখের অন্তরাল স্বরূপ হইবে। ইহা জইফ হাদিস।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হাবি কেতাবের হাদিসটি বাতীল।

উক্ত পুস্তক ১০ পৃষ্ঠা,—

যখন অনেকানেক হাদিস এবং ফেকহার রেওয়াএত হইতে কদমবুছি জায়েজ থাকা প্রমাণিত হইয়াছে, তখন কদমবুছিকারী মোশরেক, কাফের এবং হারামকারী নয়, সুতারাং যে ব্যক্তি উল্লিখিত কদমবুছিকে কাফেরী শেরেক এবং হারাম (নিষিদ্ধ) বলে সে নিতান্তই অজ্ঞ নাদান এবং মুর্খ জাহেল।

আমাদের উত্তর,—

মুফতি সাহেব একটি নির্দোষ সহিহ হাদিস কদমবুছি জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে পেশ করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার ১ নম্বর লিখিত হাদিসটি এমাম তেরমেজি সহিহ বলিয়া দাবী করিলেও এমাম নাছায়ী জইফ বলিয়াছেন। আর হাদিসতত্ত্বে যাহাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে তাঁহারা জানেন যে, এমাম নাছায়ির মত এমাম তেরমেজির মত অপেক্ষা সমধিক প্রবল। তাঁহার ২/৬/৮ নম্বর লিখিত হাদিসগুলি একেবারেই বাতীল। ৪ নম্বরের হাকেমের উল্লিখিত হাদিসটী বাতীল। আরও উপরোক্ত জইফ বা বাতীল হাদিসগুলিতে মস্তক অবনত করিয়া কদমবুছি করার কথা নাই। ফেক্‌হের

রেওয়াএতে বুঝা গেল যে, বৃহৎ দল ফকিহ্ বিদ্বান কদমবুছি নিষিদ্ধ বলিয়াছেন, কেবল কিনইয়া প্রণেতা উহা জায়েজ বলিয়াছেন, আর কিনইয়া কেতাবটি জইফ মতে পরিপূর্ণ আছে বলিয়া বিদ্বান জগৎ উহা বিশ্বাসযোগ্য কেতাব বলিয়া ধারণা করেন না। ইহা সত্ত্বেও কিনইয়া প্রণেতা মস্তক ঝুকইয়া কদমবুছি করার ফৎওয়া প্রদান করেন নাই।

এক্ষেত্রে কদমবুছি করা যে শেরেক ও কাফেরি নহে, এই মত সত্য হইলেও অধিকাংশ ফকিহ্ বিদ্বান যে কদমবুছি নিষিদ্ধ বলিয়াছেন, তাঁহারা কি মুফতি সাহেবের মতে নিতান্তই অজ্ঞ, নাদান ও মুর্খ জাহেল ? ছি, ছি, ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলিতে হয়। যদি ফকিহ্ বিদ্বানগণ মুর্খ জাহেল ইহলেন, তবে কাহাদের ফৎওয়া মান্য করিতে হইবে ?

জনাব, এক আধটি হাদিছে যে কদমবুছি করার কথা আছে, উক্ত কদমবুছি কিভাবে ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, হজরত (ছাঃ) উট, ঘোটক বা কোন বাহনে আরোহী ছিলেন কিম্বা উচ্চ স্থানে ছিলেন, এমতাবস্থায় লোকে তাঁহার কদমবুছি করিয়াছিলেন, অথবা যেরূপ 'হাজারে-আছওয়াদ'কে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া উক্ত হস্ত চুম্বন করার রীতি আছে, সেইরূপ ভাবে হজরতের পা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া উক্ত হস্ত চুম্বন করিয়াছিলেন। অথবা নূতন ইসলামে কেহ এরূপ করিয়া থাকিবে, পরে হজরত মস্তক অবনত করিতে নিষেধ করিলে, আর কেহ কদমবুছি করেন নাই, এই কারণে বড় বড় সহস্র সহস্র ছাহাবা কদমবুছি করেন নাই বা ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না, এই দুইটি ঘটনায় য়িহুদী, বিধর্ম্মী বন্ধু বা নব ইসলামধারী অশিক্ষিত লোক দ্বারা ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও মোহাদ্দেছগণের মতে দুর্ব্বল ছনদ। আরও হাদিস ফে'লিতে কদমবুছি সাব্যস্ত হইলেও হাদিছ কওলিতে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই সমুহ কারণে ফকিহগণ কদমবুছির হাদিছ গুপ্ত দোষে দোষান্বিত ভাবিয়া বা অনির্দ্দিষ্ট মর্ম্মবাচক ও গ্রহণের অযোগ্য ধারণা করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এবং কদমবুছি

নাজায়েজ বলিয়াছেন, এক্ষণে সেই ফকিহগণ কিছুতেই মুর্খ জাহেল বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না।

হজরত বলিয়াছেন, ليس المؤمن بالطعان و لا باللعان و لا الفاحش و لا البذى "ইমানদার ব্যক্তি নিন্দাবাদকারী, অভিসম্পাতকারী কটুভাষী এবং অশ্লীল ভাষা প্রয়োগকারী হয় না।" মুফতি সাহেব এক বিরাট জামায়াত ফকিহকে কদমবুছি নাজায়েজ বলার জন্য যখন অজ্ঞ নাদান ও মুর্খ জাহেল বলিয়াছেন, তখন উক্ত হাদিছ অনুসারে কি হইবেন ?

উক্ত পুস্তক, ১০ পৃষ্ঠা,—

রছুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কেহ কোন ব্যক্তির উপর গোনাহের মিথ্যা দুর্ণাম রটনা না করে এবং কাফেরী মিথ্যা অপবাদ না দেয়, কেননা যদি সে ব্যক্তি কাফের বদকার না হয়, তাহা হইলে সে মিথ্যা দুর্ণাম তাহার উপর প্রত্যার্পণ হয়।"

আমাদের বক্তব্য,—

অনুবাদক শব্দের হিসাবে ঠিক অনুবাদ করেন নাই এবং হাদিছের মর্ম্ম স্পর্শভাবে ব্যক্ত করেন নাই।

উহার শব্দার্থ এইরূপ হইবে,—

"কেহ কাহারও প্রতি ফাছেক বলিয়া অপবাদ প্রয়োগ করে না, এবং কাফের বলিয়া অপবাদ প্রয়োগ করে না, কিন্তু যদি দোষার্পিত ব্যক্তি ঐরূপ না হয়, তবে উক্ত শব্দটি তাহার উপর প্রত্যাগমণ করে।"

উহার ভাবার্থ এইরূপ হইবে,—

যে কেহ কাহাকেও ফাছেক ও কাফের বলিয়া গালি দেয়, যদি দোষার্পিত ব্যক্তি ঐরূপ না হয়, তবে উক্ত শব্দটি তাহার উপর ফিরিয়া যায়।

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, কোন লোক কোন মুসলমানকে কাফের বলিলে, এই হাদিছ অনুসারে প্রথম ব্যক্তি কাফের হইবে কি না?

এমাম নাবাবী প্রথম খণ্ড সহিহ মোছলেমের টীকার ৫৭ পৃষ্ঠায় ও মোল্লা আলিকারী মেরকাতের ৪ খণ্ডের ৬৬২ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিছের মর্ম্মে লিখিয়াছেন,—

هـذا الـحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث ان ظاهره غير مراد و ذلك ان مذهب اهل الحق انه لا يكفر المسلم بالمعاصى كالقتل و الزنا و قوله لاخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الاسلام اذا عرف ما ذكرناه فقيل فى تاويل الحديث اوجه احدها انه محمول على المستحل لذلك و الوجه الثانى معناه رجعت عليه نقيصة لاخيه و معصية تكفيره ☆

"কতক বিদ্বান্ এই হাদিছটি জটিল বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, যেহেতু উহার স্পষ্ট মর্ম্ম অভিপ্রেত নহে, কেন না সত্য পরায়ণ সম্প্রদায়ের মত এই যে, মুসলমান ব্যক্তি হত্যা ব্যাভিচার, দীনইসলাম বাতীল হওয়ার বিশ্বাস না করিয়া নিজের ভাইকে কাফের বলার ন্যায় গোনাহগুলিতে কাফের হইতে পারে না। আমি যাহা উল্লেখ করিয়াছি, ইহা অবগত হওয়ার পরে, (তুমি জানিয়া রাখ যে,) বিদ্বানগণ উক্ত হাদিছের মর্ম্মে কয়েক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথম এই যে, মুসলমানকে কাফের বলা যে ব্যক্তি

হালাল জানিবে, সেই ব্যক্তি কাফের হইবে (অর্থাৎ হালাল না জানিলে কাফের হইবে না)· দ্বিতীয় কাফের বলার দোষ ও গোনাহ্ তাহার উপর বর্ত্তিবে।'

এইরূপ আরও কয়েক প্রকার মর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে।

মূল কথা, কোন ব্যক্তির কোন মুসলমানকে কাফের বলিলেই প্রথম ব্যক্তি কাফের হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া সুন্নত জামায়াতের মতের খেলাফ, মুফতি সাহেব এস্থলে ভ্রম করিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উক্ত পুস্তক, ১০/১১ পৃষ্ঠা,—

"আরও ফতোয়া খইরিয়া কেতাবে আছে,—যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাফের বলিল সে নিশ্চয় কাফেরী করিল, যে হেতু হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে ব্যক্তি হালালকে হারাম জানিল সে নিশ্চয়ই বিপথগামী হইবে এবং খোদাতায়ালার শাস্তির উপযুক্ত হইবে।"

আমাদের উত্তর,—

অনুবাদক সাহেব অনুবাদে মহা ভুল করিয়াছেন এবং সংশোধক সাহেব কি মাথামুণ্ড সংশোধন করিয়াছেন, তাহাও বুঝা গেল না।

প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাফের বলিল, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি কাফের হইল যেরূপ হাদিছে আসিয়াছে। এবং যে ব্যক্তি হালালকে হারাম করিল, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি গোমরাহিতে পতিত হইল এবং শাস্তি, আজাব ও যন্ত্রণার উপযুক্ত হইল।

অনুবাদকের অনুবাদের ভাবে বুঝা যায় যে, 'যে ব্যক্তি হালালকে হারাম করিল............ উপযুক্ত হইল' পর্য্যন্ত হাদিছের মর্ম্ম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, উহা ফেকহের কথা।

ফতোয়া খয়রিয়াতে উপরোক্ত এবারত সন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না, বরং উহা প্রথম খণ্ডের ৯১/৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

ذکر شیخ الاسلام ابن الشحنة فی شرحه ان لمختار للفتوی فی هذه المسئله ان القائل لمثل هذه المقالات ان اراد الشتم ولا یعتقده کفرا لا یکفر و ان کان یعتقده کفرا فخاطبه بهذا بناء علی اعتقاده کافر یکفر ☆

শায়খোল ইসলাম এবনোশ শেহনা নিজ টিকায় লিখিয়াছেন যে, এই মসলা সম্বন্ধে ফৎওয়া যোগ্য মত এই যে, এইরূপ ভাষা প্রয়োগকারী যদি গালি দেওয়ার ধারণা করিয়া থাকে এবং তাহার কাফের হওয়ার ধারণা না করিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। আর যদি তাহার কাফের হওয়ার ধারণা করিয়া ইহা বলিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।"

আলমগিরি, ২/৩০৪/৩০৫ পৃষ্ঠা,—

کان الفقیه ابو بکر الاعمش البلخی یقول یکفر هذا القائل و قال غیره من مشائخ بلخ رحمهم الله تعالی لایکفر و المختار للفتوی فی جنس هذه المسائل ان القائل بمثل هذه المقالات ان کان اراد الشتم و لا یعتقده کافرا لا یکفر و ان کان یعتقده کافرا فخاطبه بهذا بناء علی اعتقاده انه کافر یکفر کذافی الذخیرة ☆

"ফকিহ আবুবকর আ'মাশ বালাখি বলিতেন, এই ভাষা প্রয়োগকারী কাফের হইবে, তদ্ব্যতীত বালাখের অন্যান্য ফকিহগণ (রহঃ) বলিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে না। এই প্রকার মসলাগুলিতে ফৎওয়ার উপযুক্ত মত এই যে, এইরূপ বাক্য প্রয়োগকারী যদি গালি দেওয়ার ধারণা করিয়া থাকে, এবং তাহার কাফের হওয়ার ধারণা না করিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, আর যদি তাহার কাফের হওয়ার ধারণায় এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।"

মুফতি সাহেব নিজেই এই পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মসলায় কাফের হওয়ার ফৎওয়া না হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, তথায় কাফের না হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। আর এস্থলে মুফতি সাহেব ঐরূপ মতভেদ থাকা সত্ত্বেও একদমে কাফেরী ফৎওয়া দিলেন কিরূপে?

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

"এবং তোমরা লোককে সৎকার্য্যের হুকুম করিয়া থাক, অথচ নিজেদের বেলায় ভুলিয়া যাও।"

জনাবে মান, হালাল হারাম বলা গোমরাহি মূলক ও শাস্তির উপযুক্ত কার্য্য যদি সেই হালালটি অকাট্য প্রমাণে হালাল সাব্যস্ত হইয়া থাকে। আর دليل قطعى বা অকাট্য কদমবুছি হালাল হওয়া সপ্রমাণ হয় নাই, যে হেতু একদল ফকিহ উহা না জায়েজ বলিয়াছেন এবং রুকু সেজদা পরিমাণ ঝুকিয়া কদমবুছি করা কেহ জায়েজ বলেন নাই, কাজেই মুফতি সাহেবের এত সাধ্য সাধনা সবই পণ্ড হইয়া গেল। কাজেই উহা নাজায়েজ বলিলে, শাস্তির উপযুক্ত হইতে হইবে কেন?

১১ পৃষ্ঠা,—

"অতএব যখন হাদিছ এবং ফেকহার রেওয়াএত হইতে কদমবুছি জায়েজ থাকা প্রমাণিত হইয়াছে তখন কদমবুছিকারীকে যায়েদ মজকুরের

কাফের এবং হারাম বলা তাহার উপর উল্টাইয়া পড়িবে এবং সে নিজেই পথভ্রষ্ট হইবে। ....

আমাদের বক্তব্য,—

ইহা ফৎওয়া খইরিয়ার এবারতের অনুবাদ নহে, কাজেই অনুবাদক ইহা উক্ত এবারতের সহিত বিনা কোন ছিহ্ন যোগ করায় জালছাজি করিয়াছেন কি না ? আর আমি ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, মুফতি সাহেব কুদমবুছি জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে কোন নির্দ্দোষ সহিহ্ হাদিছ পেশ করেন নাই এবং ফেকহের রেওয়াএতে কদমবুছি নাজায়েজ হওয়ার মত আছে।

উক্ত পুস্তক, ১১ পৃষ্ঠা,—

ফেকহে আকবর কেতাবে আছে,—"যে ব্যক্তি হারামকে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করিল কিম্বা হালালকে হারাম জানিল সে কাফেরী করিল (অর্থ্যাৎ তাহার উপর কোফরী ফৎওয়া দেওয়া হইবে।

আমাদের উত্তর, —

হারাম দুই প্রকার প্রথম কাৎয়ি হারাম— যাহা অকাট্য প্রমাণে হারাম সাব্যস্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় ظنی জন্নি হারাম যাহা সন্দেহযুক্ত প্রমাণে হারাম বলিয়া স্থিরকৃত হইয়াছে। এইরূপ হালাল দুই প্রকার আছে এক অকাট্য হালাল, দ্বিতীয় জন্নি হালাল।

ফেকহে আকবরের এবারতের মর্ম্ম এই যে, কেহ অকাট্য হারামাকে হালাল জানিলে কিম্বা অকাট্য হালালকে হারাম জানিলে কাফের হইবে, কিন্তু জন্নি হারামকে হারাম জানিলে কিম্বা জন্নি হালালকে হারাম জানিলে, কাফের হইতে হয় না।"

শরিয়তের এমামগণ, বিশেষত, চারি এমাম কতগুলি বিষয়ের হালাল ও হারাম সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে যে, যে মৎস্য নদীতে মরিয়া ভাসিতে থাকে, উহাকে আরবীতে طافی 'তাফি' বলা হয়। হজরত আবুবকর (রাঃ) উহা হালাল বলিতেন,

কিন্তু হজরত জাবের (রাঃ) উহা হারাম জানিতেন। সহিহ্ বোখারী ২/৮২৫ পৃষ্ঠা ও কানপুরি ছাপার আবু দাউদ, ২/৫৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হজরত এমাম মালেক ও শাফেয়ী প্রথম মত অবলম্বন করিয়াছেন এবং হজরত এমাম আবু হানিফা ও আহমদ শেষোক্ত মত ধারণা করিয়াছেন।

এইরূপ জন্নি হালালকে হারাম বলিলে, যদি কাফের হইতে হয়, তবে সাহাবাগণ হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের কোন এমাম কাফেরী ফৎওয়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। মস্তক অবনত না করিয়া কদমবুছি করা হালাল হইলেও জন্নি হালাল, আর ফেকহে-আকবরের এবারত অকাট্য হালালের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, কাজেই মুফতি সাহেবের দাবি একরূপ, দলীল অন্যরূপ, এক্ষেত্রে মুফতি সাহেবের দাবি অনুসারে যদি বলা হয় যে, একদল বিদ্বান কদমবুছি জায়েজ বলিয়াছেন, কাজেই অন্যদল উহা নাজায়েজ বলিয়া কাফের হইবেন, তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, একদল বিদ্বান উহা নাজায়েজ বলিয়াছেন, কাজেই অন্যদল উহা জায়েজ বলিয়া কেন কাফের হইবেন না ?

উক্ত পুস্তক, ১২ পৃষ্ঠা,—

"কোন বা বোজর্গ লোকের সামনে মাটিতে চুমা দেওয়ার জন্য ঝোকা বা কোন লোককে ছেজদা দেওয়ার জন্য এই দুই রকম ঝোকা নিষিদ্ধ, শরার বিধান নহে।"

আমাদে উত্তর,—

যদি উপরোক্ত উভয় অবস্থায় মস্তক অবনত করা নিষিদ্ধ হয়, তবে কদমবুছি করিতে মস্তক অবনত করা কেন নিষিদ্ধ হইবে না ? মুফ্‌তি সাহেব ইহার যুক্তি সঙ্গত কারণ উল্লেখ করিবেন কি ? ছেজদা ও মাটি চুম্বন সম্মানের জন্য করা হয়, সেইরূপ কদমবুছি সম্মানের জন্য করা হয়, এক্ষেত্রে প্রথম দুই স্থানে সম্মানের জন্য মস্তক অবনত করা নিষিদ্ধ হইল, তৃতীয় স্থানে সম্মানের জন্য মস্তক অবনত করা কেন নিষিদ্ধ হইবে না ?

দোর্রোল মোখতার, ৪/৫৫ পৃষ্ঠা ,—

كذا ما يفعلونه من تقبيل الارض بين العلماء فحرام

والفاعل و الراضى به اثمان لانه يشبه عبادة الوثن ☆

এইরূপ লোকে যে বিদ্বানগণের ও বোজর্গগণের সম্মুখে জমি চুম্বন করিয়া থাকে, উহা হারাম, যে ব্যক্তি জমি চুম্বন করে এবং যে ব্যক্তি উহার উপর রাজি থাকে, উভয় গোনাহগার হইবে, যেহেতু উহা প্রতিমা পূজার তুল্য।"

তাহতাবি, ৪/১৯২ পৃষ্ঠা,—

(قوله لانه يشبه عبادة الوثن) من حيث ان فيه صورة

السجود لغير اللّٰه تعالى ☆

"যেহেতু উহাতে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যের ছেজদা করার স্বরূপ হয়, এইহেতু উহা প্রতিমা পূজার তুল্য হইল।"

এক্ষণে মুফ্‌তি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, এস্থলে জমি চুম্বনকারী তাজিমির উপর মস্তক, ললাট বা চেহারা রাখে নাই, ইহা সত্তেও উহা ছেজদার স্বরূপ ও প্রতিমা পূজার তুল্য বা হারাম হইল কেন?

যদি তাহাই হয় তবে, ছেজদার ন্যায় ঝুকিয়া কদমবুছি করিলে কেন প্রতিমা পূজার তুল্য বা হারাম হইবে না ?

নিরপেক্ষ পাঠক, ইহাতেই আপনারা সত্যাসত্য বুঝুন। খুলনা জেলার দক্ষিণ দিকে একজন জাল পীরের আবির্ভাব হইয়াছে, মুরিদেরা তাহার পায়ে ললাট মুখ রাখিয়া আধঘণ্টা পড়িয়া থাকে, পীরজী মুরিদকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, জমির উপর ললাট মুখ রাখিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া ফোশ ফোশ করিতে থাকে, ইহা ছেজদা নহে ত কি ? ইহাকে যে ব্যক্তি কদমবুছি বলে, তাহাকে প্রবঞ্চক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ?

এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য বিষয় যে, এইরূপ জমি চুম্বন করাকে ছেজদা বলা যাইবে কিনা ?

শামি, ৫/৩৭৮ পৃষ্ঠা,—

و ظاهر كلامهم اطلاق السجود على هذا التقبيل

"ফকিহগণের কথায় স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এই জমি চুম্বনকে ছেজদা বলা যাইবে।"

এইরূপ জমিচুম্বন করাতে কাফের হইবে কি না ?

শামি ৫ /৩৭৮ পৃষ্ঠা, কেফায়া, ৪/৯৩ পৃষ্ঠা ও তবইনল হাকায়েক, ৬/২৫ পৃষ্ঠা,—

ذكر الصدر الشهيد انه لا يكفر بهذا السجود لانه يريد التحية و قال شمس الائمه السرخى ان كان لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر ☆ قال القهستانى و فى الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقا ☆

ছদরোশ-শহিদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই ছেজদাতে কাফের হইবে না, কেননা সে ব্যক্তি ছালামের ধারণা করিয়া থাকে। শামছোল আএম্মায় ছারাখছি বলিয়াছেন, যদি আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যের সম্মান করা উপলক্ষে উহা হয়, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। কাহাস্তানি বলিয়াছেন, জহিরিয়া কেতাবে আছে, "প্রত্যেক প্রকার ছেজদাতে কাফের হইবে।"

দোর্রোল মোখতারের ৪/৫৫ পৃষ্ঠায় উক্ত মতগুলির মধ্যে সমতা স্থাপন করা উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে।

و هل يكفر ان على وجه العبادة و التعظيم كفر و ان

على وجه التحية لا و صار اثما مرتكبا للكبيرة ☆

"ঐরূপ জমি চুম্বনে কাফের হইবে কি ? যদি এবাদত এবং সম্মান করা উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, আর যদি ছালাম উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না এবং গোনাহ্‌গার করিয়া অনুষ্ঠানকারী হইবে।" মূল কথা, দোর্রোল মোখতার প্রণেতার মতে যদি এবাদতের নিয়তে এইরূপ ছেজদা থাকে, তবে কাফের হইবে, আর যদি তা'জিমের নিয়তে উহা করিয়া থাকে তাহা হইলে উহাতে কাফের হইবে। আর যদি ছালাম করার নিয়তে উহা করিয়া থাকে তবে কাফের হইবে না, কিন্তু গোনাহ্ কবিরা হইবে।

পাঠক, অনুবাদক উক্ত পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় ৪/৫/৬ ছত্রে দোর্রোল মোখতারের এবারতের অনুবাদে ভ্রম করিয়া লিখিয়াছেন,—"ঐরূপ চুম্বন সম্মানের সহিত পূজার উদ্দেশ্যে করা হইলে কাফের হইয়া যায়, কিন্তু যদি তাহিয়্যার জন্য অর্থাৎ কেবল মাত্র নানাপ্রকার সম্মান প্রদর্শনার্থে ঐরূপ করা হয়, তবে কাফের হইবে না।"

তফ্‌ছিরে জোমাল, ১/৪০ পৃষ্ঠা,—

فى المصباح تحية اصله الدعاء بالحية و منه

التحيات لله اى البقاء و قيل الملك ثم كثر حتى

استعمل فى مطلق الدعاء ثم استعمله الشرع فى دعم

مخصوص و هو السلام عليك ٥١ ☆

"মেছবাহ কেতাবে আছে, তাহিয়া শব্দের মূল অর্থ জীবিত থাকার জন্য দোয়া করা। এই অর্থে বলা হইয়াছে "আত্তাহিয়াতো লিল্লাহে" অর্থাৎ অমরত্ব ও অনন্ত হওয়া আল্লাহতায়ালার জন্য খাস। কেহ কেহ বলিয়াছেন, রাজত্ব তাঁহার জন্য। তৎপরে উক্ত শব্দ অধিক পরিমাণ প্রয়োগ হওয়ার বিবিধ দোয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে তৎপরে শরিয়তে 'আছ্ছালামো আলায়কা' এই খাস দোয়ার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

কোর-আন সুরা নেছা,—

وَ اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا

তফছিরের হোছায়নি, ১০৯ পৃষ্ঠা,—

وچون تحيت داده شويد بسلام پس شما نيز تحيت كننده خودرا تحيد گوئيد به نيكوتر از ان تحيت☆

ইহা বুঝা যায় যে, تحية 'তাহিয়া' শব্দের অর্থ ছালাম উহার অর্থ 'বিবিধ প্রকার সম্মান' নহে।

প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,— যদি ঐরূপ চুম্বন এবাদত এবং সম্মানের উদ্দেশ্যে হয়, তবে কাফের হইবে, আর যদি ছালামের উদ্দেশ্যে হয় তবে, কাফের হইবে না।" তৎপরে মুফতি সাহেব শামীর এবারত বিকৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—

ذكر صدر الشهيد انه يكفر بهذا السجود

নিশ্চয়ই এই ছেজদাতে কাফের হইবে।"

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শামীতে এইরূপ লিখিত আছে।

ذكر الصدر الشهيد انه لا يكفر بهذا السجود

ছদরোশ শহিদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই ছেজদাতে কাফের হইবে না।"

অনুবাদক ১৩ পৃষ্ঠার ১৬ ছত্রে আরবি 'তাহিয়া' تحية শব্দের অর্থ ছালাম নালিখিয়া 'নানাপ্রকার সম্মান' লিখিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

মুফতি সাহেব উক্ত পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় ১৬ দফা দলীলে কাজিখানের এবারত আশ্চর্য্যরূপ ছাটকাট করিয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করার ও লোকদিগকে গোমরাহ করার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন, "যদি বাদশাহকে তাহিয়া তাজিমের জন্য ছেজদা করা হয় অথচ তাহা উপাসনার জন্য না হয়, তাহাতে কোন দোষ নাই, যেহেতু তাজিমের জন্য ছেজদা করায় কাফেরী হয়না।"

পাঠক, কাজিখান ৪র্থ খণ্ডের ৪৬৫ পৃষ্ঠায় আসল এবারত এই ভাবে লিখিত আছে,—

ولو قيل للمسلم اسجد للملک و الا لا قتلنک

لاباس ان يسجد للملک سجود للتحيه و التعظيم

لاسجود العبادة لان سجود التعظيم لا يكون كفرا ☆

"আর যদি কেহ কোন মুসলমানকে বলে যে, তুমি বাদশাহকে ছেজদা কর, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ নষ্ট করিব তবে সে ব্যক্তি ছালাম ও তা'জিমের ছেজদা বাদশাহকে করিলে দোষ হইবেনা, কিন্তু এবাদতের ছেজদা করিবে না, কেননা তা'জিমের ছেজদা কাফেরী নহে।"

ফেকহ আকর ২৩৮ পৃষ্ঠা,—

و من سجد للسلطان بنية العبادة و لم يحضرها فقد كفر و فى الخلاصة و من سجد لهم ان اراد به التعظيم اى كتعظيم الله سبحانه كفر وان اراد به التحية اختار بعض العلماء انه لا يكفر اقول و هذا هو الا ظهر و فى الظهير ية قال بعضهم يكفر مطلقا هذا اذا سجد لا هل الاكر اه اما اذا سجد بغير الاكر اه اى ولو امر به على القولين يكفر عند هم بلا خلاف ☆

"যে ব্যক্তি এবাদতের উদ্দেশ্যে কিম্বা কোন নিয়ত নাকরিয়া বাদশাহকে ছেজদা করিল, নিশ্চয় সে ব্যক্তি কাফের হইল। খোলাছা খেতাবে আছে, আর যে ব্যক্তি তাহাদিগকে (বল প্রয়োগকারিদিগকে) ছেজদা করে, যদি ইহাতে পবিত্র আল্লাহতায়ালার সম্মানের ন্যায় সম্মানের ধারণা করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে আর যদি ইহাতে ছালাম করার ধারণা করে, তবে কোন বিদ্বানের মনোনীত মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না। আমি বলি, ইহাই সমধিক প্রকাশ্যমত। জাহিরিয়া কেতাবে আছে, কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রকার ছেজদাতে কাফের হইবে। যদি বল প্রয়োগকারীকে ছেজদা করিয়া থাকে, তবে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে। আর যদি বিনা বল প্রয়োগে যদিও ছেজদার জন্য আদিষ্ট হইয়া ছেজদা করে, তবে উভয় মতানুসারে সকলের নিকট বিনামতভেদে কাফের হইয়া যাইবে।

জামেয়োর-রমুজ- ৫৩৫ পৃষ্ঠা,—

والكلام مشير ان من قبل من الارض بين يدى سلطان او امير او سجد بنية التحية لا يجوز فانه كبيرة كما فى المحيط و ذكر فى اكراه المبسوط ان من سجد غير اللّٰه على وجه التعظيم كفر و فى الظهيرية انه يكفر بالسجدة مطلقا ☆

এই কথা বুঝা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি বাদশাহ কিম্বা আমিরের সম্মুখে জমি চুম্বন করে, কিম্বা ছালামের উদ্দেশ্যে ছেজদা করে ইহা জায়েজ হইবে না, কেননা ইহা গোনাহ কবিরা, এই রূপ মুহিত কেতাবে আছে। মবছুত কেতাবের 'একরাহ' অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সম্মান উদ্দেশ্যে ছেজদা করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। জহিরিয়া কেতাবে আছে। প্রত্যেক প্রকার ছেজদাতে কাফের হইবে।

আলমগিরি, ২/৩০৩ পৃষ্ঠা,—

و لو قيل لمسلم اسجد للملک و الا قتلناک فالاضل ان لا يسجد كذا فى الفصول العمادية ☆

"যদি কেহ কোন মুসলমানকে বলে যে, তুমি বাদশাহকে ছেজদা কর, নচেৎ আমরা তোমার প্রাণবধ করিব, তবে তাহার ছেজদা না করাই উত্তম, ইহা ফছুলে এমাদিয়া কেতাবে আছে।

উক্ত কেতাব, ২/৩০৭/৩০৮ পৃষ্ঠা,—

قال الامام ابو منصور رحمة الله تعالى اذا قبل بين يدى احد الارض او انحنى له او طاطا راسه لا يكفر لانه يريد تعظيمه لا عبادته و قال غيره من مشائخنا رحمهم الله تعالى اذا سجد واحد لهؤلاء الجبابرة هو كبيرة من من الكبائر و هل يكفر قال بعضهم يكفر مطلقا و قال اكثرهم هذا على وجوه ان اراد به العبادة يكفر و ان اراد به التحية لم يكفر يحرم عليه ذلك وان لم تكن له ارادة كفر عند اكثر اهل العلم ☆

"এমাম আবু মনছুর (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কাহারও সম্মুখে জমি চুম্বন করে, কিম্বা তাহার জন্য নত হয়, অথবা নিজের মস্তক অবনত করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, যেহেতু সে ব্যক্তি তাহার সম্মানের ধারণা করিয়া থাকে, তাহার এবাদতের ধারণা করে না। তাঁহা ব্যতীত আমাদের অন্যান্য এমাগণ বলিয়াছেন, যদি কেহ এই পরাক্রান্ত লোকদিগকে ছেজদা করে, তবে উহা একটি গোনাহ কবিরা। ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে কি ? কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রকার ছেজদাতে কাফের হইবে। অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন ইহা কয়েক প্রকার হইতে পারে—যদি কেহ ইহাতে এবাদতের ধারণা করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের

হইবে। আর যদি ছালাম করার ধারণা করে, তবে কাফের হইবে না, বরং ইহা তাহার পক্ষে হারাম হইবে। আর যদি কোন নিয়ত না করিয়া থাকে, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।" শামি, ৫/১২৮ পৃষ্ঠা,—

قال فی المبسوط و هذه المسئلة تدل علی ان السجود لغير الله تعالی علی وجه التعظيم كفر- كفاية ☆

"মবছুত কেতাবে আছে, এই মসলা দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যকে সম্মান করা উদ্দেশ্যে ছেজদা করা। কাফেরি কার্য্য ইহা কেফায়া কেতাবে আছে।"

পাঠক, উপরোক্ত ফেকহের এবারতগুলি দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, এবাদতের ছেজদা করা সকল স্থলে হারাম ও কাফেরি কার্য। সম্মান উদ্দেশ্যে ছেজদা করা হারাম ও কাফেরি কার্য্য, কেবল ছালাম করা উদ্দেশ্যে ছেজদা করা হারাম হইলেও উহাতে কাফের হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে কাফেরি নহে।

যদি কেহ প্রাণবধের আশঙ্কায় কোন বাদশাহকে তা'জিমের ছেজদা করে, তবে কাফের হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কাজিখানের মতে উহাতে কাফের হইবে না, কিন্তু মবছুত, কেফায়া ও শামির মতে বুঝা যায় যে, উহাতে কাফের হইবে।

আর প্রাণের আশঙ্কায় ছালাম উদ্দেশ্যে কোন বাদশাহকে ছেজদা না করাই উত্তম, করিলে গোনাহগার হইবে না।

মুফ্‌তি সাহেব 'প্রাণবধের ভয় দেখান সংক্রান্ত কথাটি ছাড়িয়া দিয়া বাদশাহকে তা'জিম ও ছালামের উদ্দেশ্যে ছেজদা করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, কিন্তু ঐরূপ আশঙ্কা না থাকিলে, তা'জিমের ছেজদা যে কাফেরি ও হারাম এবং ছালামের ছেজদা যে হারাম, ইহা আপনারা অবগত

হইয়াছেন, কাজেই তিনি হারামকে হালাল জানিলেন, আরও তিনি নিজেই উক্ত পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় ফেকহে-আকবরের টীকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, হারামকে হালাল জানিলে কাফের হইতে হয়, এক্ষণে তাঁহার উপর কি ফৎওয়া জারি হইবে ? ছি, ছি, ফেকহের এবারত ছাট কাট করা কি মুফতির কার্য্য।

মুফতি সাহেব তাহিয়া (ছালাম সূচক) ছেজদার কাফেরী না হওয়া সম্বন্ধে ফেকহে আকবরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে লেখা আছে যে, বলপ্রয়োগ না হইলে, ছালাম সূচক ছেজদা বিনা মতভেদে কাফেরী হইবে, কিন্তু মুফতি সাহেব শেষ কথাটুকু বাদ দিয়া আশ্চর্য্য কারিগিরি করিয়াছেন।

অনুবাদক, উহার ১৫ পৃষ্ঠার ৯/১০ ছত্রে এবং ১৬ পৃষ্ঠার ৫/৬ ছত্রে 'তাহিয়া' শব্দের অর্থ বিবিধ সম্মান প্রদর্শনার্থে লিখিয়া এবং ১৬ পৃষ্ঠায় ৪ ছত্রে আরবি أى শব্দের অর্থ ' অর্থাৎ' না লিখিয়া 'অথবা' লিখিয়া মহাভ্রম করিয়াছেন। আর ও তিনি ১৫ পৃষ্ঠার ১১ ছত্রে "একরাহ মবছুত কেতাবে" অনুবাদ করিয়া গভীর বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, এস্থলে এইরূপ অনুবাদ হইবে,—'মবছুত কেতাবের একরাহ (বল প্রয়োগ করা) অধ্যায়ে।

উক্ত পুস্তক, ১৭ পৃষ্ঠা,—

"মাটি চুম্বন করা ছেজদা তুল্য। কিন্তু ললাট ও মুখমণ্ডল মাটির উপর রাখা মাটি চুম্বন করা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অর্থাৎ মুখ মণ্ডল অপেক্ষা ললাটকে মাটির উপর রাখা নিকৃষ্ট। ললাট মাটিতে রাখিলে কাফের হইবে, অন্যথায় হইবে না। কারণ এই ললাট দ্বারা সেজদা খাস আলাহতায়ালার উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। "

আমাদের উত্তর।

ইহা মোল্লাকারীর মত, ইহা প্রাচীন ফকিহগণের মত নহে, ইহার ইতিপূর্ব্বে শামী কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, ফকিহগণ জমি

চুম্বনকে ছেজদা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আরও মুফতি সাহেব নিজেই এই পস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় দোর্রোল মোখতার কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তা'জিম কিম্বা এবাদতের উদ্দেশ্যে জমি চুম্বন করিলে, কাফের হইবে, কাজেই মোল্লা আলি কারির মত এস্থলে ধর্ত্তব্য হইবে কিরূপে ?

আরও ১৭ পৃষ্ঠা,—

"ফতওয়ার মসলায় যেখানে কাফের হওয়া না হওয়া মতভেদ আছে সেখানে কাফের না হওয়াই ফৎওয়া হইবে।

আমাদের উত্তর,—

আলমগিরি, ২।৩০৯ পৃষ্ঠা,—

ماكن فى كونه كفرا اختلاف فان قائله يؤمر بتجديد النكح و بالتوبة و الرجوع عن ذلك بطريق

"যে বিষয়ের কাফেরি হওয়াতে মতভেদ হইয়াছে, এইরূপ কার্য্যকারীকে নিকাহ দোহরাইয়া লওয়ার, তওবা করার এবং এহতিয়াতের উদ্দেশ্যে উহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার হুকুম করা যাইবে।

উক্ত পুস্তক, ১৭।১৮ পৃষ্ঠা,—

দ্বিতীয় রকম মাথা ঝোকান যাহা "মবাহ এবং এবাদত" তাহাতে উপরোক্ত মতভেদ নাই, যথা-আলেম ও বোজর্গ লোকের পদচুম্বন জন্য ঝোকা, হাজারে আছওয়াদ, কোরাণ-শরিফ বা আপন স্ত্রী, সন্তান সন্ততি, অথবা মাতাপিতার মস্তক চুম্বন জন্য ঝোকা কিম্বা আপন মায়ের পদচুম্বন জন্য বা ভাইর কপালে চুম্বন বা মাতাপিতার কবর চুম্বন জন্য ঝোকা এই সমস্ত শেরেকী বা কাফেরী নহে, যেহেতু আলমগিরি, জামেয়োর রমুজ, দোর্রোল মোখতার প্রভৃতি কেতাবে আছে,—চুম্বন পাঁচ প্রকার (১) স্নেহ মমতার চুম্বন, যথা ছেলেকে বাপের চুম্বন, (২) ভালবাসার চুম্বন যথা ভাইকে ভাইর কপালে চুম্বন, (৩) মাতাপিতার মস্তক চুম্বন, (৪) স্বামীর আপন স্ত্রীর

মুখ চুম্বন করা, (৫) ধর্ম্মোদ্দেশ্যে চুম্বন, যেমন হাজারে আসওয়াদ এবং কোরাণ শরিফ চুম্বন করা।”

আমাদের উত্তর,—

দোর্‌রোল মোখতারের ৪/৫৫ পৃষ্ঠায়, আলমগিরির ৫/৪০৫ পৃষ্ঠায়, জামেয়োর রমুজের ৫৩৫ পৃষ্ঠায় ও তবইনোল হাকায়েকের ৬/২৫ পৃষ্ঠায় পাঁচ কিম্বা ছয় প্রকার চুম্বন করার কথা আছে, কিন্তু মস্তক অবনত করার কোন কথা উহাতে নাই, উহা দ্বারা মস্তক অবনত করার প্রমাণ পেশ করা বাতুলতা নহে কি ?

দ্বিতীয় ইহা বাজে আলেমের কথা, আমাদের এমাম আজম (রঃ) চুম্বন করা মকরুহ বলিয়াছেন, হেদায়া কেতাব দ্রষ্টব্য। এমাম আজমের মতের বিরুদ্ধে অন্যের কথা গ্রাহ্য হইবে কেন ?

তৃতীয় হাজারে আছওয়াদ কা'বা গৃহের কোণে—এরূপ স্থানে স্থাপিত হইয়াছে যে, উহা চুম্বন করিতে মস্তক অবনত করার অবশ্যক হয় না।

কোর-আন শরিফ চুম্বন করিতে মস্তক অবনত করার আবশ্যক হয় না। এইরূপ ভ্রাতার ললাট কিম্বা পিতা মাতার মস্তক চুম্বন করিতে রুকু ও ছেজদা পরিমাণ ঝোকার আবশ্যক করে না। পুত্রের মুখ চুম্বন করিতে মস্তক নত করা আবশ্যক নহে। স্বামী স্ত্রী উভয়ে দাঁড়াইয়া থাকিলে, একে অন্যের মুখ চুম্বন করিতে গেলে, কি রুকু ছেজদা পরিমাণ ঝুকিবার আবশ্যক হয় ?

উভয়ে শায়িত অবস্থায় থাকিলে, যদি পরস্পরে চুম্বন করার ইচ্ছা করে, তবে কি রুকু ছেজদা পরিমাণ বুঝিতে হয় ?

মূল কথা, এই এবারত দ্বারা মস্তক অবনত করার প্রমাণ পেশ করা যে কতদূর যুক্তি যুক্ত, তাহা জ্ঞানিগণের বিচার সাপেক্ষ।

চতুর্থ কদম চুম্বনকে মুখ চুম্বনের উপর কেয়াছ করা যে যুক্তি যুক্ত নহে, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

চতুর্থ মেশকাত শরিফের, ৪০১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে।

قال رجل يا رسول الله الرجل منايلقى اخاه او صديقه اينحنى له قال لا ☆

এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমাদের মধ্যে একজন লোক নিজের ভ্রাতা কিম্বা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে সে ব্যক্তি কি তাহার জন্য মস্তক অবনত করিবে ? হজরত বলিলেন না। মোল্লা আলি কারী মেরকাতের টীকার ৪/৫৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

(اينحنى له) من الانحناء و هو امالة الراس و الظهر تو ضعا و خدمة (قال لا) اى فانه فى معنى الركوع و هو كالسجود من عبادة الله سبحانه و فى شرح مسلم للنووى حنى الظهر مكر وه للحديث الصحيح فى النهى عنه ولا تعتبر كثرة من يفعله ممن ينسب الى علم و صلاح ☆

ينحنى এনহেনা انحناء হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ সেবা ও নম্রতা উদ্দেশ্যে মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ নত করা। হজরত (ছাঃ) মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ নত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যে হেতু উহা রুকু তুল্য, আর রুকু ছেজদার ন্যায় আল্লাহতায়ালার এবাদত। নাবাবী, মোছলেমের টীকায় লিখিয়াছেন, পৃষ্ঠদেশ নত করা মকরুহ (নিষিদ্ধ), যেহেতু সহিহ হাদিছে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অনেক আলেম পরহেজগার নাম ধারী লোক ইহা করিলেও তুমি উহা গ্রাহ্য ধারণা করিও না।

আশেয়াতোল্লাময়াত, ৪/২৪ পৃষ্ঠা,—

درُ مطالب المؤمنين از شيخ ابو منصور نقل كرده كه گفت اگر بوسه دهد يكى پيش يكى زمين رايا پشت دو تا كند يا سر نگون گرداند كفر نگردد بلكه اثم است وبعضى از مشائخ در منع ازان تغليظ و تشديد بسيار كرده اند و گفته كاد الانحناء ان يكون كفر ☆

"মাতালেবোল-মোমেনিন কেতাবে শাএখ আবু মনছুর হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কাহারও সাক্ষাতে জমি চুম্বন করে, কিম্বা পৃষ্ঠদেশ অথবা মস্তক অবনত করে, তবে কাফের হইবে না, বরং গোনাহগার হইবে। কতক বিদ্বান মস্তক ও পৃষ্ঠ অবনত করা নিষেধ করিতে কঠোরতা অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন যে, মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ অবনত করা প্রায় কাফেরি কার্য্য।"

শামী, ৫/৩৪৮ পৃষ্ঠা, জামেয়োর—রমুজ, ৫৩৫ পৃষ্ঠা, মাজমায়োল আনহোর ও মোলতাকাল-আবহোর, ২/৫৪২ ,—

فى الزاهدى الايماء فى السلام الى قريب الركوع كالسجود و فى المحيط انه يكره الانحناء للسلطان وغيره

"জাহেদীতে আছে, ছালাম করা কালে রুকুর নিকট নিকট ঝুকিয়া পড়া ছেজদার তুল্য, মুহিত কেতাবে আছে, বাদশাহ বা অন্য কাহারও জন্য মস্তক ও পৃষ্ঠ অবনত করা মকরুহ।"

মাজমায়োল-আনহোরে কাহাস্তানি ও এমাদিয়া হইতে এবং মোলতাকাল-আবহোরে মোজতাবা হইতে উহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং মস্তক অবনত করা অগ্নি-পূজকদিগের কার্য্য বলা হইয়াছে।

উপরোক্ত হাদিছ ও ফেকহের রেওয়াতগুলি দ্বারা বেশ বুঝা গেল যে, রুকূ পরিমাণ ঝুকিয়া ছালাম করা ছেজদার তুল্য নিষিদ্ধ ও অগ্নিপূজকদিগের রীতি, আরও বাহরোর-রায়েকের ৮/১৯৮ পৃষ্ঠায়, তবইনোল হাকায়েকের ৬/২৫ পৃষ্ঠায়, কেফায়ার ৪/৯৩ পৃষ্ঠায়, দোর্রোল-মোখতারের ৪/৫৫ পৃষ্ঠায় ও তাহতাবীর ৪/১৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, জমি চুম্বন করাতে সেজদার স্বরূপ হয়, এই জন্য উহা প্রতিমা পূজার তুল্য, এক্ষণে সেজদার ন্যায় উপুড় হইয়া কদমবুছি করা যে প্রতিমা পূজার তুল্য হারাম হইবে, ইহাতে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির একতিল বিন্দু সন্দেহ থাকিতে পারে না।

উক্ত পুস্তক, ১৮/১৯ পৃষ্ঠায়, আলমগীরি ও ফতোয়াএ-হাবী কেতাবে আছে যে, পিতামাতার কবর চুম্বন করায় কোন দোষ নাই। ইহা গারাএব কেতাবে আছে।

আমাদের উত্তর,—

মেয়াতে-মাছায়েল, ৭৭ পৃষ্ঠা,—

سوال بوسه گرفتن قبر و الدین چه حکم دارد

جواب بوسه دادن قبرو الدین غیر جائز است علی

الصحیح فی مدارج و بوسه دادن قبررا و سجده کردن

آنرا و کله نهادن بران حرام و ممنوع است و در بوسه

دادن قبرو الدین روایت فقهی نقل میکنند و صحیح

انست که لا یجوز انتهی ☆

"প্রশ্ন—পিতা মাতার কবর চুম্বন করার হকুম কি ?

উত্তর— পিতা মাতার গোর চুম্বন করা সহিহ মতে জায়েজ নহে। মাদারেজন্নবুয়ত কেতাবে আছে, গোর চুম্বন করা, উহার উপর সেজদা করা এবং উহার উপর মস্তক স্থাপন করা হারাম ও নিষিদ্ধ। পিতামাতার গোর চুম্বন করা সম্বন্ধে ফেকহের রেওয়াএত উল্লেখ করেন, সহিহ মতে উহা জায়েজ নহে।"

মজমুয়া ফাতাওয়ায় লাক্ষ্ণৌবি, ৩।৬৭ পৃষ্ঠা,—

سوال بوسه دادن قبرو الدین جائز است یانه جواب حرام
است کذا صرح علی القاری وغیره انتهی ☆

প্রশ্ন—পিতা মাতার গোর চুম্বন করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর—হারাম, আলিকারী প্রভৃতি স্পষ্টভাবে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

শামী, ১।৫২ পৃষ্ঠা,—

فلا یجوز الافتاء مما فی الکتب الغریبة

"দুর্লভ কেতাবগুলি হইতে ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ নহে।"

আলমগিরি কেতাবের গারাএব কেতাব হইতে উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে, আর গারাএর কেতাবখানি দুর্লভ, কাজেই উহার ফৎওয়া অগ্রাহ্য হইবে। উপরোক্ত প্রমাণে শাহজাহানপুরের মুফতি সাহেবের ফৎওয়া একেবারে বাতীল হওয়া প্রমাণিত হইল, এক্ষণে হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালার বড় বড় আলেমগণের ফৎওয়া উদ্ধৃত করিয়া কেতাবটি শেষ করিব।

হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশের আলেমগণের ফৎওয়া

কি বলেন দ্বীনের আলেমগণ এ সম্বন্ধে যে, রুকু ও ছেজদা পরিমাণ ঝুঁকিয়া কদমবুছি করা জায়েজ হইবে কিনা ?

ফেরেশতাগণ হজরত আদম (আঃ) কে ছেজদা করিয়াছিলেন, এই সূত্র ধরিয়া বর্ত্তমানে পীর মোর্শেদগণকে তা'জিমি ছেজদা করা জায়েজ হইবে কিনা ?

আলমগিরিতে পিতা মাতার কবর চুম্বন করার রেওয়াএত আছে, কিন্তু মেয়াতোল-মাছায়েল কেতাবের ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, সহিহ মতে পিতা মাতার কবর চুম্বন করা নাজায়েজ। মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবির মজমুয়া ফাতাওয়ার ৩/৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, পিতা মাতার গোর চুম্বন করা হারাম ইহা মোল্লা আলিকারী প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে কোন মত সহিহ হইবে ?

দোর্রোল-মোখতারে এই হাদিছটী আছে,—

من قبل رجل امه فكانما قبل عتبة الجنة

"যে ব্যক্তি মাতার পদ চুম্বন করে, সে ব্যক্তি যে বেহেশতের চৌকাঠ চুম্বন করিল।

ফাতাওয়ায় হাবিতে এই হাদিছটি আছে,—

ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه و سلم فقال

يارسول الله انى حلفت ان اقبل عتبة الجنة و الحور العين

فامره النبى عليه السلام ان يقبل رجل الامام وجهة

الاب☆

"নিশ্চয় এক ব্যক্তি নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহে সত্যই আমি কছম করিয়াছি যে, বেহেশতের চৌকাঠ ও চওড়া চক্ষু ধারিণী হুরের চুম্বন করিব, ইহাতে নবি (ছাঃ) তাহাকে হুকুম করিলেন যে, সে মাতার পদ ও পিতার চেহারা চুম্বন করিবে।"

এই হাদিছ দুইটি সহিহ কিনা ?

উত্তর

দেওবন্দের মাওলানা মুফতি আজিজুর রহমান ছাহেবের জওয়াব

الجواب

(او–۲) نفس قدم بوسی سے بھی احتراز کرنا احوط ھے اور انحناء کی جھک کر قدم بوسی کرنا تو کسی طرح جائز نہین ھے کیو نکہ اول تو بصورت اختلاف مابین الحرمة والحلہ حرمت کو ترجیح ہوتی اور انحناء باتفاق حرام ھے فقد ☆

(۳) معنی تقبیل قدم کے قدم کو بوسہ دینے کے ھین لیکن معنی عام بھی لئے جاسکتے ھین فقد ☆

(۴) یہ قیاس صحیح نہین ھے کہ دلیل حرمت موجود ھے اور جواز مخصوص ھے پہلے انبیا کی شرایع کے مانھہ کما بینہ لعلماء المحققون ☆

(۵) تقبیل قبر و الدین بھی جائز نہین ھے فقد ☆

(۶) ان ھر دو حدیث کا بندہ کو حال معلوم نہین ھے فقد ☆

کتبھہ عزیز الرحمن عفی عنہ

مفتی دار العلوم دیوبند

(১।২) মূল কদমবুছি হইতে পরহেজ করাও সমধিক এহতিয়াত, মস্তক ঝুকাইয়া কদমবুছি করা কোন প্রকারেই নহে, কেননা, হারাম ও হালালের মধ্যে মতভেদ হওয়া ক্ষেত্রে হারামকে প্রবল সাব্যস্ত করা হইবে, আর মস্তক ঝুকান সকলের মতে হারাম।

(৩) تقبيل قدم কদমবুছি অর্থ পদচুম্বন করা কিন্তু (হস্ত দ্বারা পদ স্পর্শ করিয়া হস্তচুম্বন এবং পদচুম্বন) এই উভয় অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৪) হজরত আদম (আঃ) এর ছেজদার উপর কেয়াছ করিয়া তা'জিমি ছেজদা জায়েজ বলা ছহিহ হইবে না, কেননা (তা'জিমি ছেজদা) হারাম হওয়ার দলীল বর্ত্তমান আছে, (ছালাম সূচক ছেজদা) জায়েজ হওয়া খাস প্রাচীন নবিগণের শরিয়তের ব্যবস্থা যেরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ আলেমগণ বলিয়াছেন।

(৫) পিতা মাতার কবর চুম্বন করাও জায়েজ নহে।

(৬) (পিতার চেহারা ও মাতার পদচুম্বন করা সংক্রান্ত) হাদিছ দুইটির অবস্থা আমি জানি না। লেখক আজিজর রহমান। (দেওবন্দের দারুল-উলুম মাদ্রাছার মুফতি।

ছাহারন পুরের মুফ্‌তি ছাহেবের জওয়াব

(۱) انحناء کو فقہاء مکروہ لکھتے ہین چنانچہ شامی مین ہے (وکذا) مایفعلونہ من (تقبیل الارض بین یدی العلماء) وفی الزاھدی الایماء فی السلام الی قریب الرکوع کالسجود وفی المحیط انہ یکرہ الانحناء

للسلطان وغیره اه پس قدمبوسی بصورت انحناء یقینا مکروه هوگی قال الشامی و ظاهر کلامهم اطلاق السجود علی هذا التقبیل اقول و هو حرام فکذا هذا ☆

علم جراهیت کا قول اس مین کسیطرح درست نهین هوسکتا ☆

(۲) حضرت ادم علیه السلام کا سجده کے بارے مین بهی علامه شامی نے چند اقوال نقل کئے هین ایک یه هے که حقیقة سجده حق تعالی شانه کیلئے تها اور حضرت ادم مثل خانهء کعبه قبله بنائے گئے تهے که انکے طرف منه کرکے سجده کیا جاوے دوسرا جواب یه هے که وه سجدهء تعظیمی نهین تها بلکه سجدهء تحیه تها سجدهء تحیه پهلے جائز تها پهر اب کے زمانے میں منسوخ هوگیا جیسا که اس روایت سے معلوم هوتا هے قال علیه السلام لوامرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرلة ان تسجد لزوجها تاترخانیه اگے شامی لکهتے هین و الصحیح الثانی ولم یکن عبادة له بل تحیة و

فی قصة یوسف انتهی اس لئے اسپر سجدہ تعظیمی کے جواز کو قیاس کرنا کسیطرح درست نہوگا ☆

(۳) جب صحیح اور غیر صحیح مین تعارض ہے تو موافق قواعد شرعیہ صحیح کو ترجیح دیجاویگی اسلئے در صورۃ مذکورہ بھی تقبیل قبور نا جائز ہوگی مطلقا اگرچہ والدین کی ہی قبرین کیون نہوی ☆

(۴) یہ روایتین حدیث کی کسی معتبر کتاب مین نہین ہین معلوم ہوتا ہے کہ یا توضعیف روایتین ہونگی یا موضوع ☆

صحیح   رقمہ ضیاء احمد عفی عنہ

عبد اللطیف عفا اللہ عنہ ۵ ذی الحج سنہ ۴۵ ھجری

مدرس مدرسہ مظاہر علوم

سہارنپور

অনুবাদ,—(১) ফকিহগণ মস্তক ঝুকানোকে মকরুহ লিখিয়া থাকেন, যেরূপ শামি কেতাবে আছে তাহারা যে আলেমগণের সম্মুখে জমি

চুম্বন করিয়া থাকে, তাহারও ঐরূপ হুকুম হইবে। জাহেদী কেতাবে আছে, ছালাম কালে রুকুর নিকট ঝুকিয়া পড়া ছেজদার তুল্য হইবে। মুহিত কেতাবে আছে, বাদশাহ ও অন্যান্য লোকের জন্য ঝুকিয়া পড়া মকরুহ (তহরিমি) হইবে। কাজেই মস্তক ঝুকাইয়া কদমবুছি করা নিশ্চয়ই মকরুহ হইবে।

(আল্লামা) শামী বলিয়াছেন, ফকিহগণের কথার মর্ম্মে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহারা এই জমি চুম্বন করার উপর ছেজদার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

মুফতি ছাহেব বলিয়াছেন, ছেজদা হারাম, ঐরূপ জমিচুম্বন হারাম।

এস্থলে ঝুকিয়া কদমবুছি না হওয়ার মত ধারণ করা কোন প্রকারে দোরস্ত হইবে না।

(২) হজরত আদম (আঃ) এর ছেজদার সম্বন্ধে এই আল্লামা শামি কতকগুলি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার একটি মত এই যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালারই জন্য ছেজদা ছিল এবং হজরত আদম (আঃ) কাবা' গৃহের ন্যায় কেবলা স্থিরীকৃত হইয়াছিলেন, যেন তাঁহার দিকে মুখ করিয়া ছেজদা করা হয়। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, উহা তাজিমি ছেজদা ছিল না, বরং ছালাম সূচক ছেজদা ছিল। এই ছেজদা প্রথম জামানায় জায়েজ ছিল, তৎপরে এই জামানায় মনছুখ হইয়া গিয়াছে, যেরূপ নিম্নোক্ত রেওয়াএত দ্বারা বুঝা যায়।

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যদি একজনকে অন্যের ছেজদা করিতে আদেশ করিতাম, তবে স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার স্বামীকে ছেজদা করিতে আদেশ করিতাম। ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

তৎপরে শামী প্রণেতা লিখিয়াছেন, "দ্বিতীয় মতটি ছহিহ, আর উক্ত ছেজদা তাঁহার এবাদতের জন্য ছিল না, বরং ছালাম ও সম্মান উপলক্ষে ছিল, এই হেতু ইবলিছ উক্ত ছেজদা হইতে বিরত হইয়াছিল এবং উহা প্রাচীন কালে জায়েজ ছিল, যেরূপ ইউছফ (আঃ) এর ঘটনায় হইয়াছিল।" এই জন্য উক্ত ছেজদার দৃষ্টান্তে তা'জিমি ছেজদা জায়েজ বলা কোন প্রকারে ছহিহ হইবে না।

(৩) যখন ছহিহ্ রেওয়াএত ও গর ছহিহ্ রেওয়াএতের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল, তখন শরিয়তের নিয়ম কানুন অনুসারে ছহিহ রেওয়াএতকে প্রবল সাব্যস্ত করা হইবে, এই হেতু উল্লিখিত ঘটনায় গোর সমূহের চুম্বন করা যদিও পিতামাতার গোর হয়, প্রত্যেক অবস্থায় নাজায়েজ হইবে।

(৪) পিতার ললাটে ও মাতার পদ চুম্বন সংক্রান্ত রেওয়াএত গুলি হাদিছের কোন বিশ্বাযোগ্য কেতাবে নাই, ইহাতে বুঝা যায় যে, উক্ত রেওয়াএতগুলি হয়, জইফ, না হয় জাল।

লেখক- জিয়া আমদ

ফৎওয়া ছহিহ্, আবদুল লতিফ (ছাহারনপুর মাদ্রাসা মাজাহেরে উলুমের মোদার্রেছ)।

মাওলানা অশরাফ আলি ছাহেবের ফৎওয়া

প্রশ্ন,—

(১) মস্তক অবনত করিয়া কদমবুছি করা যায় কিনা?

(২) ফেরেশতাগণের হজরত আদম (আঃ) কে ছেজ্দা করার উপর কেয়াছ করিয়া পীর মোর্শেদগণকে ছেজদা করা জায়েজ হইবে কিনা?

(৩) পিতামাতার গোর চুম্বন করা জায়েজ কিনা ?

(৪) মাতার পদ চুম্বন ও পিতার চেহারা চুম্বন সংক্রান্ত হাদিছ দুইটি সহিহ কিনা ?

উত্তর

(۱) اگر انحناء ہی مقصود ہو تو بدعت ہے لیکن

اگر قدمبوسی مقصود اور انحنا لازم آجاوے تو فی نفسہ

مذموم نہیں مگر مفاسد لازم اوین تو قبیح لغیرہ ہے ☆

(۲) لا قیاس مع النص ☆

(۳) حرام هے (۴) ثابت نهیں   اشرف علی

(১) যদি মস্তক নত করা উদ্দেশ্য হয়, তবে বেদয়াত হইবে, কিন্তু যদি কদমবুছি করা উদ্দেশ্য হয় এবং মস্তক নত করা লাজেম হইয়া পড়ে, তবে মুল কদমবুছি নিষিদ্ধ না হইলেও কতকগুলি ফাছাদ লাজেম আসার জন্য কবিহ লেগায়রেহি (নিষিদ্ধ) হইবে।

(২) কোর-আন ও হাদিছে ছেজদা হারাম-হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতাগণের ছেজদার উপর কেয়াছ করা জায়েজ হইতে পারে না।

(৩) পিতামাতার কবর চুম্বন করা হারাম।

(৪) মাতার পদ চুম্বন ও পিতার চেহারা চুম্বন সংক্রান্ত হাদিছ ছহিহ নহে।

আশরাফ আলি।

কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়া মাওলানাগণের ফৎওয়া

الاجوبة كلها صحيحه   اجوبه صحيح و درست هين

محمد يحيى عفے عنه   ما جد على عفى عنه

نائب مدرس اول   مدرس اول مدرسه عاليه كلكته

مدرسه عاليه كلكته

সমস্ত জওয়াব ছহিহ ও দোরস্ত
(মাওলানা) মাজেদ আলি,
(কলিকাতা মাদ্রাসার
হেড মৌলবী)

সমস্ত জওয়াব ছহিহ,
(মাওলানা) মোহাম্মদ এহইয়া
কলিকাতা মাদ্রাসা-আলিয়া
সহকারী হেড মৌলবী)।

صحیح ما اجاب به المفتی　　　　صحیح الجواب

محمد حسین　　　　محمد جمیل انصاری

مدرس مدرسه عالیه کلکته　　　　مدرس مدرسه علیه کلکته

মুফ্‌তির উত্তর ছহিহ,　　　　জওয়াব ছহিহ হইয়াছে,

(মাওঃ) মোঃ হোছাএন,　　　　(মাওঃ) মোহাঃ জামিল আনছারি,

(কলিকাতা মাদ্রাসা-আলিয়ার　　　　(কলিকাতা মাদ্রাসা-আলিয়ার

(মোদার্রেছ)　　　　(মোদার্রেছ)

الجواب صحیح

ممتاز الدین احمد

مدرس مدرسه عالیه کلکته

জওয়াব ঠিক হইয়াছে,

(মাওলানা) মোমতাজদ্দিন আহমদ,

(কলিকাতা মাদ্রাসা-আলিয়ার মোদার্রেছ)

الاجوبة کلها یوافق الکتاب الاجوبة کلها موافقة للاصول

محمد حبیب الله عفی عنه　　　　المتقرة عند الفقهاء فقط

مدرسه مدرسه عالیه ککته　　　　محمد مظهر عفی عنه

مدرس مدرسه عالیه کلکته

সমস্ত জওয়াব　　　　সমস্ত জওয়াব ফকিহগণের

কেতাবের মোয়াফেক হইয়াছে　　　　নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুনের

মাঃ মোঃ হাবিবুল্লাহ

অনুকুল হইয়াছে, কলিকাতা মাদ্রাসা-আলিয়ার

(মাওঃ) মোহাঃ মোজহার, মোদার্রেছ।

কলিকাতা মাদ্রাসা-আলিয়ার মোদার্রেছ।

الجواب صواب الاجوبة صحيحة

محمد عبد السلام عفى عنه اسمعيل عفى عنه

مدرس مدرسه عاليه كلكته مدرس مدرسه عاليه كلكته

জওয়াব ঠিক হইয়াছে,

(মাওঃ) মোঃ আবদুছ ছালাম

কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার

মোদার্রেছ।

সমস্ত জওয়াব ছহিহ

(মাওলনা)এছমাইল,

কলিকাতা মাদ্রাসা-আলিয়ার

মোদার্রেছ।

الجواب صحيح محمد عبد الحى

عبد الرحيم عفى عنه محصل مدرسه عاليه كلكته

مدرس مدرسه رمضانيه كلكته

(মৌঃ) মোঃ আবদুল হাই,

কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার

মোহাছ্ছেল।

জওয়াব ছহিহ,

(মাওঃ) আবদুর রহিম,

কলিকাতা রামজানিয়া

মাদ্রাসার মোদার্রেছ।

হুগলী মাদ্রাসার মোদার্রেছগণের স্বাক্ষর

لا شك فى صحة الاجو بة كلها

সমস্ত জওয়াবের ছহিহ হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই।

سيد عبد الحليم	**محدم قربان عفى عنه**
(মাওঃ) মোঃ আবদুল হালিম	(মাওঃ) মোহাঃ কোরবান,
محمدمظهر الحق	**بديع العالم**
(মাওঃ) মোঃ মাজহারোল হক	(মাওঃ) বদিওল আলম,
محمد عبد العزيز عفى عنه	**قاضى رحمت الله عفى عنه**
(মাওঃ) মোঃ আব্দুল আজিজ,	(মাওঃ) কাজি রহমাতুল্লাহ
محمد عبد الرقيب عفى عنه	**محمد شفيع عفى عنه**
মৌঃ আবদুল রকিব,	মৌঃ মোহাম্মদ শফি

محمد عبدا لسلام عفى عنه

(মৌঃ) মোঃ আবদুছ ছালাম

সমাপ্ত